জাতীয় যুব দিবস'৯৫
১লা নভেম্বর

যুব শক্তিই উন্নয়নের উৎস

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

The Daily Star — Special Supplement — 1st November, 1995

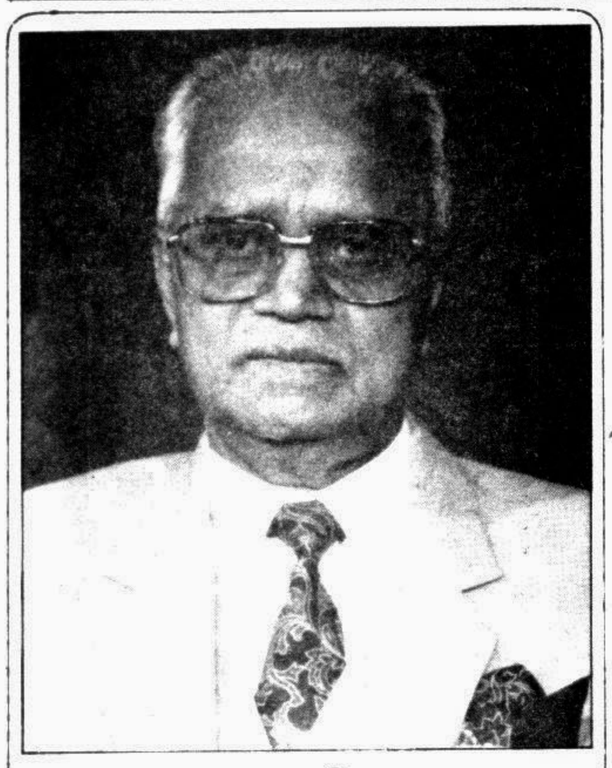

বাণী

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আমি দেশের যুব সমাজের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

যৌবনকাল মানুষের জীবনের সর্বোত্তম সময়। আর সেই সোনালী সময়ের ধারক যুব সমাজই দেশের মূল্যবান সম্পদ। এদেশের প্রতিটি সফল আন্দোলনের পেছনে যুব সমাজের নিঃস্বার্থ অংশ গ্রহণ জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। জাতীয় অগ্রগতির চালিকা শক্তি হিসেবে যুব সমাজের জাগ্রত ভূমিকা তাই একান্তভাবে কাম্য।

জাতীয় যুব দিবস '৯৫ এর মূলবাণী "যুব শক্তিই উন্নয়নের উৎস"। এই উৎসকে সফল ভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতিধারাকে বেগবান করতে হবে। প্রতিটি যুবকের মাঝে সম্ভাবনার যে বীজ লুকিয়ে আছে তা বিকশিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে। যুবকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং তাদেরকে বিভিন্ন পেশায় যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করতে হবে। আর এ কাজের মাধ্যমেই আসবে আমাদের প্রত্যাশিত সফলতা।

আমি জাতীয় যুব দিবসের সাফল্য কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

যুব উন্নয়নে "যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের" কার্যক্রম

মোঃ ফজলুল হক
মহাপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

ভূমিকাঃ
বিপুল যুব শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী এই বাংলাদেশ। মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ হচ্ছে যুব। জাতীয় যুব নীতিমালা অনুসারে ১৫-৩০ বছর বয়সীদেরকে যুব বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যুব সমাজকে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন "সঠিক নির্দেশনা"। তাই যুব সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া তথা জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজকে সম্পৃক্তকরণের গুরু দায়িত্ব নিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন ৯৫ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন পেশায় প্রায় সোয়া ৩ লক্ষ যুবক ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্য থেকে জুন '৯৫ ইং পর্যন্ত প্রায় ৬০% জনকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাথাপিছু মাসিক আয় ১০০০/- টাকা থেকে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। এছাড়া অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলা বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছেন এবং বিভিন্ন দেশে চাকুরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

অবকাঠামোঃ
১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁকে সহায়তা করেন তিনজন পরিচালক এবং ৫টি প্রকল্পের ৫ জন প্রকল্প পরিচালক। দেশে ২৮টি জেলায় উপ-পরিচালক কার্যালয়সহ যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় এবং ২৩০টি থানায় অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের অধীনে ৩২টি থানায় এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমঃ
জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুব সমাজের সম্পৃক্তকরণ এবং যুব সমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও সঠিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী চালু করেছেঃ

(ক) যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচী'
(খ) আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাদান কর্মসূচী'
(গ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী;
(ঘ) যুবদের নেতৃত্ব বিকাশ ও মানবীয় গুণাবলী অর্জন কর্মসূচী;
(ঙ) যুব সংগঠনকে গোষ্ঠী উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচী;
(চ) যুবদের জনসংখ্যা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচী;
(ছ) পরিবেশ সংরক্ষণে যুবদের অংশগ্রহণ কর্মসূচী।

যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পঃ
বেকার যুবদেরকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তাদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৯২৩০৮ জনকে বিভিন্ন পেশায় দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দান করা হয়েছে। এ প্রকল্পে প্রশিক্ষত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে প্রকল্প গ্রহণে সহায়তাদানের জন্য পুঁজি হিসেবে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল রাখা হয়েছে। আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬০৮২৫ জন। এটা বর্তমান সরকারের একটি বলিষ্ঠ ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ।

থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পঃ
এই প্রকল্পটি মূলতঃ গ্রাম-বাংলার গরীব ভূমিহীন লোকদের দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রণীত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫ কোটি ৮৩লক্ষ টাকা। ঋন তহবিলের পরিমান ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১,৯২,০০০ জন। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ইং পর্যন্ত ৭টি থানায় ৩৫০০০ টি পারিবারিক গ্রুপে মোট ১৭৫০০ জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৪৯৯৬০ লক্ষ টাকা ঋন বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১০০% ভাগ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে ৩২টি থানায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে এটি একটি সফল প্রকল্প

বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্পঃ
এই প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা। কম্পিউটার, এয়ার কন্ডিশনিং ও রেফ্রিজারেশন, রেডিও, টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর, ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজওয়ারিং ইত্যাদি ট্রেডে শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রকল্পটির উল্লেখিত ট্রেডসমূহে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যধিক বেশী বিবেচিত হওয়ায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম আরো পুরাতন ২১টি জেলায় সম্প্রসারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ
ইহা মূলতঃ একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। জাতীয় যুব কেন্দ্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা অনুষ্ঠান ছাড়াও দেশের যুব সমাজকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি ৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হবে। জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ
প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯২০.০০ লক্ষ টাকা। মেয়াদকাল ১৯৯০-৯৫ ইং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৬,৪০০ জন প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, আরো ১০টি জেলায় ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুবদেরকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প (টি, এ প্রকল্প)ঃ
জনসংখ্যা, উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও বেকারত্ব একে অপরেরর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাই যুবদেরকে জনসংখ্যা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরতঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বেকারত্ব দূরীকরণ ও পরিবেশ উন্নয়নে যাতে যুবরা অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য ইউ,এন,এফ,পি,এ'র আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পটি পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সারাদেশে ৫০টি থানা ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১০৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীঃ
এই প্রকল্পের আওতায় দেশের নিরক্ষর যুবদের অক্ষর জ্ঞান ও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫-২০০০ সাল পর্যন্ত ১৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। এতে ২৬,২৫০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের ৭৫% কে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষিত বেকার যুবদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্পঃ
এই প্রকল্পে দেশের শিক্ষিত বেকার যুব সমাজকে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় এনে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৪৪৯.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯৫-২০০০ ইং সাল পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের অধীনে ১৫,০০০ যুবকে আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হবে

পরিবার ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচীঃ
দারিদ্র বিমোচন এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৫০টি থানায় বৎসরে ২৫ কোটি টাকা করে মোট ১২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে মোট ৭,৫০,০০০ দারিদ্র যুবকে আত্মকর্মে নিয়োজিত করা হবে।

ভবিষ্যত কর্মসূচীঃ
দেশের বৃহত্তর যুব গোষ্ঠীকে সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও সঠিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৯৪-২০১০ সাল মেয়াদে ১২০০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ের একটি অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় সারা দেশে বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ যুবক ও যুব মহিলাকে বিভিন্ন বিষয়/ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং এর ৬০% ভাগকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা হবে। যে সকল প্রকল্প প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় প্রক্রিয়াধীন আছে, তা নিম্নে দেয়া গেলঃ

(১) যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প;
(২) বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প;
(৩) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প;
(৪) থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প;
(৫) জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প;
(৬) শিক্ষিত যুবদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প;
(৭) মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী (নিরক্ষর যুবদের জন্য);
(৮) কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য জাতীয় সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ;
(৯) পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী;
(১০) যুব ক্লাবের মাধ্যমে যুবদেরকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প;
(১১) গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুব সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ প্রকল্প;
(১২) প্রো-এ্যাকটিভ ইনভলপমেন্ট অব পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট (ইউএন-ডিপি'রসহযোগিতায়)।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ
(ক) **জাতীয় যুব দিবসঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ১লা নভেম্বরকে জাতীয় যুব দিবস হিসাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন প্রতি বৎসর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুব সংগঠক আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে "জাতীয় যুব পদক" প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারেও ৭ জন সফল যুব ও যুব মহিলাকে "জাতীয় যুব পদক" প্রদান করা হয়েছে।

(খ) **যুব সংগঠন নিবন্ধীকরণ ও অনুদানঃ** যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান কাজ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। গত অর্থ বছরে (১৯৯৪-৯৫) যুব কল্যাণ তহবিল" থেকে প্রকল্প ভিত্তিক ৬৭টি যুব সংগঠনকে ১০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(গ) **কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রামঃ** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচী যেমন-সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ১৫০ জন কর্মকর্তা ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি "যুব উন্নয়ন" বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভকরেছেন।

(ঘ) **আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্কঃ** জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতি-সংঘের অঙ্গ সংস্থান ইউ,এন, এফ,পি,এ, ইউ,এন,ডি,পি এবং এসকাপ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে বর্তমানে জাইকার ৪ জন এবং কোইকার ৪ জন স্বেচ্ছাসেবী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন। এসকাপের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ১৫৬ জন যুব ও যুব মহিলাকে "যুব নেতৃত্ব" এর উপর পশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

(ঙ) **যুব সংঠেনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নঃ**
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত সকল যুব সংগঠনকে যুব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ২ হাজার যুব সংগঠনকে অধিদপ্তরের তালিকাভূক্ত করা হয়েছে এবং সার্বিক যুব কার্যক্রমে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে অন্ততঃ একটি যুব সংগঠনের যুব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া গৃহীত হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অবস্থানঃ
মোট কেন্দ্রঃ ১৫৪টি।

গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী পালন এবং মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ১০টি।
প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদঃ ৩ মাস।
সাভার (ঢাকা), রাজাবাড়ীহাট (রাজশাহী), রংপুর, সিলেট, ফেনী, বগুড়া, যশোর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও বরিশাল

প্রস্তাবিত ১০টি কেন্দ্রঃ
ফরিদপুর, জামালপুর, ঠাকুরগাঁও, মৌলভীবাজার, বান্দরবান, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদী।

মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
২৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোর্সের মেয়াদঃ ১মাস।
কেন্দ্রের অবস্থানঃ ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, যশোর, পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রংপুর, লাকসাম (কুমিল্লা), নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, নেত্রকোনা, ভোলা, নরসিংদী, নাটোর, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ), কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), টঙ্গী (গাজীপুর), কিশোরগঞ্জ, পটিয়া (চট্টগ্রাম), মাগুড়া, ঈশ্বরদী ও বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) ও বরিশাল।

কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
৫টি, প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদঃ ৪ মাস।
কেন্দ্রের অবস্থানঃ মগবাজার (ঢাকা), কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা ও বগুড়া।

দস্তুর বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
৫টি, কোর্সের মেয়াদঃ ৪ মাস।
কেন্দ্রের অবস্থান, ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল।

সীট-মুদ্রাক্ষরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
কেন্দ্রের সংখ্যা ৩১টি, প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদঃ ৬ মাস।
কেন্দ্রের অবস্থানঃ মগবাজার (ঢাকা), গেন্ডারিয়া (ঢাকা) মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, ঈশ্বরদী (পাবনা), দিনাজপুর, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, রাঙ্গামাটি, সিলেট, হবিগঞ্জ, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বান্দরবন ও কুষ্টিয়া।

ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
কেন্দ্রের সংখ্যা ৯টি, কোর্সের মেয়াদ - ৬মাস।
কেন্দ্রের অবস্থানঃ মীরপুর (ঢাকা), মনিপুরীপাড়া (ঢাকা), গেন্ডারিয়া (ঢাকা), গোপীবাগ (ঢাকা), ফরিদপুর, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা।

উলনিটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
কেন্দ্রের সংখ্যা ১টি, কোর্সের মেয়াদঃ ৬মাস।
কেন্দ্রের অবস্থানঃ গোপীবাগ (ঢাকা)।

পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ
কেন্দ্রের সংখ্যা ৬৮টি, কোর্সের মেয়াদঃ ৬মাস।
কেন্দ্রের অবস্থানঃ গোপীবাগ (ঢাকা), লালবাগ (ঢাকা), মিরপুর (ঢাকা), মনিপুরীপাড়া (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্দা, কুড়িগ্রাম, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, শরীয়তপুর, বগুড়া ও জয়পুরহাট।

সৌজন্যেঃ
অগ্রণী ব্যাংক
জনতা ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক

বাণী

যুব সমাজই জাতির প্রাণ প্রবাহ। দেশের সার্বিক অগ্রগতি নির্ভর করে যুব সমাজের ওপরেই। জাতি যুব সমাজের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ও সাহসী ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ, নব্বুইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যুব সমাজের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা চিরদিন ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে।

যুব সমাজের সার্বিক অবদান ও প্রাণ শক্তির কথা বিবেচনা করে জাতীয় যুব দিবস '৯৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয় "যুব শক্তিই উন্নয়নের উৎস" নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, জাতীয় যুব দিবস '৯৫ উদযাপনের মধ্য দিয়ে দেশের যুব সমাজ নতুন দিক নির্দেশনা পাবে, বৃদ্ধি পাবে তাদের অফুরন্ত উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস।

আমি জাতীয় যুব দিবস '৯৫-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

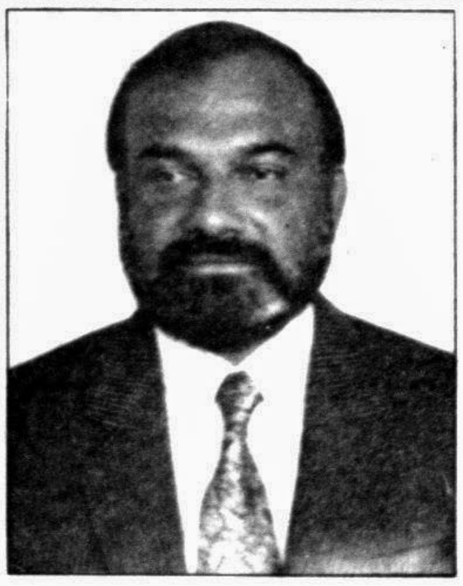

বাণী

অপার সৃজনশীল ক্ষমতার আধার যুব সমাজ যে কোন দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সর্বকালের সাহসী সন্তান যুব সমাজের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও ইতিবাচক ধ্যান-ধারণার অপূর্ব সম্মিলন। বাংলাদেশের যুব সমাজের চরম আত্মত্যাগ ও সাহসী ভূমিকা সমগ্র জাতিকে মহিমান্বিত করেছে বারবার।

জাতীয় অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অংশ আমাদের যুব শক্তি। এই যুব শক্তিকে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করলে কাংখিত উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য তাদেরকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করা ও কাজে লাগানোর দায়িত্ব আমাদের সকলের।

জাতীয় যুব দিবস '৯৫ উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি জাতীয় যুব দিবস '৯৫ উদযাপনের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং দিবসের সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

সাদেক হোসেন
প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যে কোন দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সে দেশের যুব সমাজের উপর। তারুন্যের মধ্যে আছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সম্ভাবনা। সূচনালগ্ন থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের এই যুব সমাজকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বাবলম্বী কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে তাঁরা বিপদগামী হচ্ছেন না, অন্যদিকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন। অধিদপ্তরের প্রত্যেকের নিবেদিত পরিশ্রমের ফলে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক কথা হচ্ছে-জনগণই ক্ষমতার উৎস। আমরা এই চিরন্তনী সত্যের সংগে সুর মিলিয়ে আমাদের এ বছরের যে শ্লোগান নির্মাণ করেছি তা হল "যুব শক্তিই উন্নয়নের উৎস"। যুব শক্তির সম্পূর্ণ সৃষ্টিশীল বিকাশ ও বিস্তার না ঘটাতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

যে মহান উদ্দেশ্যে এই দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে তার মূলবাণী আমাদের জীবনকে আরো আলোকিত করুক।

আহবাব আহমদ
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার